

ভাষাকে ডিজিটাল আকারে রূপান্তরের সুবিধা

TRANSLATION
COMMONS



2022-2032 | INTERNATIONAL DECADE OF

Indigenous Languages

ভাষাকে ডিজিটাল আকারে রূপান্তরের সুবিধা

আমরা আশা করি 'শূন্য থেকে ডিজিটাল' সিরিজের নির্দেশিকাটি যেকোনো ভাষা আগ্রহী কমিউনিটিকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এর ফলে কমিউনিটি তাদের স্থানীয় ভাষায় কম্পিউটার ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারবে।

যে কোনো ভাষাকে ডিজিটাল আকারে রূপান্তর করার সুবিধা নির্ভর করে সেই ভাষাভাষী কমিউনিটির লক্ষ্য কী, তার ওপর। এর মধ্যে সেই ভাষার সৌন্দর্য আন্দান, জ্ঞানের পরম্পরা বজায় রাখা, মূল্যবোধকে ছড়িয়ে দেওয়া, বিভিন্ন অ্যাপ ও প্রোডাক্ট তৈরি করা, কাহিনী ও ইতিহাস ভাগ করে নেওয়া, পরিবেশ রক্ষায় দায়িত্বশীলতা ও নেতৃত্বকে উৎসাহিত করা এবং বাণিজ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিনোদন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্র প্রসারিত করার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ভাষাকে ডিজিটাল আকারে রূপান্তর করলে, সেই ভাষাভাষী কমিউনিটির সামনে ভাষার রক্ষণাবেক্ষণ, পুনরুত্থান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটার-ভিত্তিক সুদূরপ্রসারী টুলের সুবিধা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হবে। অনলাইনে ডিজিটাল আকারে কোনো ভাষার উপস্থিতি ও সকলের সামনে দৃশ্যমানতা সেই ভাষাভাষী কমিউনিটির প্রতি সরকারি নীতি আকৃষ্ট করতে পারে এবং ব্যবসাকে মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তরুণ-তরুণীদের এখন সবার হাতে স্মার্টফোন, ভাষা ডিজিটলাইজেশনের ফলে তারা সহজেই নিজেদের স্থানীয় ভাষায় নিয়োজিত থাকতে পারবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভাষার আরও শক্তিশালী উপস্থিতি, সেই ভাষাভাষী লোকেদের সামনে আরও সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দিতে পারে।

ভাষাভাষী কমিউনিটির লোকেরা যদি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিতে পারেন, তা থেকে সারা বিশ্ব উপকৃত হবে। তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিশ্ব সম্পর্কে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি বাকি বিশ্বে অবদান রাখবে এবং এর ফলে বিশ্বে চলমান সমস্যাগুলোর সমাধানও হয়ত সম্ভব হবে। ভাষার ডিজিটাল আকারে রূপান্তর তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশকে সহজ করে তোলে। এর ফলে মানব ভাষার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যায় এবং মানবজাতির কল্যাণে এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যা এখনো অকল্পনীয়।

সংক্ষেপে বললে, ভাষা ডিজিটাইজ করার সুবিধা নিম্নরূপ:

- একক ভাষাভাষী লোকেরা তাদের ভাষার কনটেন্ট সহজে অ্যাক্সেস, তৈরি ও অন্যদের সাথে বিনিময় করতে পারবেন। এমনকি দূরের কোনো জায়গায় কোনো ব্যক্তির সাথে বা বৃহৎ কোনো গোষ্ঠীর সাথেও তা করা সম্ভব হবে।
- চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্যের অ্যাক্সেস বৃদ্ধি পাবে।
- জীবনদায়ী ও বিপর্যয় সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হবে।
- স্থানীয় ব্যবসা ও ই-কমার্স—দুই ক্ষেত্রই সম্প্রসারিত হবে।
- শিল্প, চিন্তার নেতৃত্ব এবং দর্শন ভাগ করে নেওয়ার জন্য নতুন পথ তৈরি হবে।
- সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষা সামগ্রী তৈরি হবে।
- ভাষাভাষী কমিউনিটি আশেপাশের লোকদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ উন্নত করতে পারবে।
- সহজে বিরোধ নিষ্পত্তি হবে।
- নিজস্ব ভাষায় আইনগত ও সরকারি প্রক্রিয়া অ্যাক্সেস করা যাবে এবং পক্ষসমর্থন উন্নত হবে।
- মাতৃভাষায় অথবা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ টুল উন্নত হওয়ার সাথে সাথে ইন্টারনেটে শিক্ষা, বাণিজ্য ও অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ভাষার তথ্যপ্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে।
- অন্যদের কাছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রজ্ঞার স্বীকৃতি পৌঁছে যাবে।
- বিশ্ববাসীর কাছে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী কমিউনিটির ভূমিকা ও দৃশ্যমানতা প্রসারিত হবে।
- প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে তাদের ভাষা টিকিয়ে রাখা বা পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ দেওয়া, এমনকি তারা প্রভাবশালী গোষ্ঠী পরিবৃত হলেও এই সুবিধা পেতে পারবেন।



কমিউনিটির নিজস্ব জ্ঞান ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিল্প, চিকিৎসা, প্রজ্ঞা, মূল্যবোধ ও বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষিত হবে।

